# নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে

## জামাআ'তুল মুজাহিদীনের

# প্রতিবাদ

সমস্ত প্রশংশা আল্লাহ তায়া'লার জন্য যিনি আমাদের রহমাতুল্লিল আলামীনের উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন, সলাত ও সালাম বর্ষীত হোক তাঁরই প্রেরিত রসুলের উপর যাঁকে পাঠানো হয়েছে দুনিয়াবাসীকে উত্তম আখলাক শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাঁর সম্মানিত সাহাবা ও আহলে বাইতের উপরও সালাম বর্ষীত হোক যারা রসুলের ভালোবাসায় আমাদের প্রেরনা। আম্মা বা'দ

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অংশ, আমাদের জানমাল পরিবার পরিজন সবাই রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোরবান হোক। ধ্বংস হোক তারা যাদের কথা ও লেখনী আমাদের রসুলের শানের খেলাফে যায়।

হিন্দের লা'নতপ্রাপ্ত গোমুত্র পানকারি নিকৃষ্ট মুশরিকেরা যুগের পর যুগ ধরে মুসলিমদের উপর নির্যাতন নিপিড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের স্পর্ধা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে তারা আজ প্রকাশ্যে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করছে।

এই গো-পূজারিরা প্রতিনিয়ত মুসলিমদের উপর আঘাত করে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে আমাদের নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করার কারনে দুনিয়াজুড়ে কোটি কোটি মুসলিমের অন্তরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কা'ব ইবনুল আশরাফের অনুসারী এইসব নিকৃষ্ট শাতেমরা আবার জেগে উঠেছে। এই মুশরিকদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেছেন:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟

"অবশ্যই মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকেই আপনি সবচেয়ে উগ্র দেখবেন" মহান আল্লাহ কতইনা সত্য ও সঠিক কথা বলেছেন, আল্লাহর চেয়ে হক্ব কথা বলবে এমন কেইবা আছে? আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই বাণীর বাস্তব উদাহরন আজ আমাদের সামনে উপস্থিত।

এই নিকৃষ্ট জালেম মুশরিকেরা কখনোই মুসলিমদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি, মুসলিমদের হত্যা ধর্ষন ভিটেহারা করা থেকে শুরু করে এমন কোন যুলুম নেই যা তারা করেনি। কা'ব ইবনুল আশরাফের নব্য উত্তরসুরী এই কুলাঙ্গার শাতেম নুপুর শর্মা ও নাভিন কুমার জিন্দাল ও তাদের সহযোগীদের জেনে রাখা উচিত রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করা এমন এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ যার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে ক্বতল যার চর্চা সাহাবাগনের যুগ থেকে হয়ে আসছে। জামাআতুল মুজাহিদীন তাদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই ফরজ আমলের আঞ্জাম দিয়ে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুখ্যাত শাতেম হুমায়ন আজাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউনুস, টাঙ্গাইলের মনিরুজ্জামান, প্রকাশক শাহজাহান বাচ্চু সহ আরো অনেক শাতেমদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায়। আজকের দিনেও আমাদের স্পষ্ট ওয়াদা কা'ব

ইবনুল আশরাফের উত্তরসুরী এইসব শাতেমদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর, দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা তাদের রক্ষা করতে পারবেনা, আমরা তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবোই বিইযনিল্লাহ।

আমরা লক্ষ্য করছি সারা বিশ্বের সাধারন মুসলিম থেকে শুরু করে নামধারী মুসলিম শাসকেরা এই শাতেমদের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নিলেও বাংলাদেশ নামের তথাকথিত দারুল আমানের ক্ষমতাধরেরা এই বেপারে নিশ্চুপ, বরং এরা প্রতিবাদ জানানো মুসলিমদের গ্রেফতারের হুমকি ধামকি দিচ্ছে ও নির্যাতনের ভয় দেখাচ্ছে।

আর কতকাল তথাকথিত মুসলিম নামধারী এইসব জালেমদের বেপারে আমরা সংশয়ে থাকবো? দেশ ও সমাজের বিভিন্ন স্থরে থাকা মুসলিম দাবিদার ব্যাক্তিদের প্রতি আমাদের উদার বার্তা হচ্ছে: আল্লাহকে ভয় করুন, আখেরাতের ময়দানের জবাবদিহিতার কথা স্মরন করুন, নিজেকে মুসলিম দাবি করে থাকলে নূন্যতম নবী-প্রেম প্রকাশ করুন। যেই রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত ছাড়া কেয়ামতে নাজাত পাবেন না তার ব্যাপারে নিজের উপরে থাকা নূন্যতম দায়িত্ব পালন করুন।

হিন্দে থাকা হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!
এই নরপিশাচের দল এতদিন আপনাদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে, এরই ধারাবাহিকতায় তারা আজ আমাদের জান-মাল পরিবার সন্তান সন্ততির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি রহমাতুল্লিল আলামীন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করছে, এখনো যদি আমরা ঘুরে না দাড়াই তাহলে আর কবে? রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন নিয়ে কটুক্তি করার পরেও যদি আমরা না জেগে উঠি তবে আর কবে জেগে উঠবো! রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসম্মান হওয়ার পরে এই উম্মতের বেচে থাকার কিইবা স্বার্থকতা থাকতে পারে?
এই শয়তানদের সবচেয়ে নিকটে আপনারাই অবস্থান করছেন, এখনি আপনারা জেগে উঠুন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারীদের কাতারে নাম লিখান, সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা এইসব শাতেমদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিন।

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জতের হেফাজতে আজ আমাদের সমস্ত কিছু কোরবান হোক।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট এই দোআ করছি, মহান রব্বে কারীম যেনো আমাদের স্বহস্তে এদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে মুসলিমদের অন্তর প্রশান্ত করেন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

-জামাআতুল মুজাহিদীন